সংবাদ
11 SEP 2013

সাড়ে ৪ বছরে

দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৬ কোটি টাকা আদায়

● ঢালাওভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছে প্রতিবেদন

রাকিব উদ্দিন

ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভুয়া এমপিওভুক্ত বা ভুয়া বিল, ভাউচার তৈরির মাধ্যমে সরকারের তহবিল থেকে তুলে নেয়া প্রায় ৫৬ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত এনেছে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। সারাদেশে এ ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দিলেও অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি প্রতিবেদনের তথ্য ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেয়া হয় না। এ বিষয়ে সম্প্রতি ডিআইএ'র পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, নিয়মানুযায়ী মাউশি, ডিআইএ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন নিষ্পত্তি করার কথা। কিন্তু ইচ্ছামতো ঢালাওভাবে ডিআইএ'র প্রতিবেদন নিষ্পত্তি দুর্নীতিগ্রস্ত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

দুর্নীতিগ্রস্ত : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করছে মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট অনুবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এতে চলে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বাণিজ্য।

এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ডিআইএ'র অনেক প্রতিবেদনই একপেশে হয়। এতে অনেক নিরপরাধ শিক্ষককে অভিযুক্ত করা হয়। তাই এসব প্রতিবেদন নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের প্রয়োজন পড়ে না।

ডিআইএ'র পরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান সংবাদকে বলেন, নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তের মাধ্যমে সারাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়ম ধরা হয়। কিছু প্রতিষ্ঠানে ঘন ঘন তদন্তের কারণে অবৈধ কর্মকাণ্ড, নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। জাল বা ভুয়া সনদ নিয়ে শিক্ষকতা করছে এমন অনেক শিক্ষককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'অনেক মেধা ও পরিশ্রম করে আমরা পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করি। কিন্তু ত্রিপক্ষীয় সভা না ডেকে মন্ত্রণালয় এককভাবে প্রতিবেদন নিষ্পত্তি করায় দুর্নীতি-অনিয়ম করেও অনেকেই পার পেয়ে যাচ্ছে।' তিনি জানান, 'বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ত্রিপক্ষীয় সভা হতো, এরপর থেকে তা বন্ধ আছে।'

সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের অভিযোগ, দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা পরিদর্শকদের তদন্তে পাঠালে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির পক্ষে প্রতিবেদন নিতে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। দু'একজন কর্মকর্তা তদন্তে আপসও করেন। শিক্ষা পরিদর্শকরা অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হলে তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ তুলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান। আর এই অভিযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষের টাকা দেয়ার নাম করে শিক্ষকদের কাছ থেকে মাথাপিছু টাকা আদায় করা হয়।

জানা গেছে, গত সাড়ে চার বছরে ডিআইএ'র কর্মকর্তারা প্রায় হাজার ১০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করেছেন। এর মধ্যে ১০৩টি কলেজ, দুই হাজার ৮৭০টি স্কুল এবং এক হাজার ২৩০টি মাদ্রাসা। এছাড়াও মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ তদন্ত করানো হয়েছে ১৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

ডিআইএ'র কর্মকর্তারা জানান, বেশি দুর্নীতি পাওয়া যায় মাদ্রাসাগুলোতে। সনদ জালিয়াতিসহ নানা ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণও মেলে তদন্তে। এসব প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করে প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দেয়ার পরও অধিকাংশ প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয় না। উল্টো এসব প্রতিবেদন নিয়ে চলে নানামুখী অনৈতিক কাজ।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৃত্যু, পদত্যাগ, চাকরিচ্যুতির বিষয়গুলো গোপন করে সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত বেতন গ্রহণ করা হয়।

বছরের পর বছর এই অনিয়ম চলতে থাকলেও তদন্ত ছাড়া ধরা পড়ে না। গত সাড়ে চার বছরে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদন্তে ভুয়া নামে সরকারি বেতন নেয়া একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমপিওভুক্তির শিট থেকে সেসব ভুয়া নাম কর্তন করা হয়েছে। সরকারি কোষাগারে ফেরত আনা হয়েছে আরও সাত কোটি টাকা।